জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ব্র্যান্ডিং বিষয় : পর্যটন
তিন বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা

কাঙ্ক্ষিত ফলাফল

বিষয়	বর্তমান অবস্থা	কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা
পর্যটকের সংখ্যা	বছরে ২,৫০,০০০ জন	৭০%
উদ্যোক্তার সংখ্যা	২৫০	৫০%
কর্মসংস্থান	৫০০০	১০০%
অবকাঠামোগত উন্নয়ন		আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত পর্যটন কেন্দ্র করে গড়ে তোলা।

কর্মপরিকল্পনা ছক ০৩ বছর মেয়াদী

ক্রমিক নং	কার্যক্রম		সময়সীমা
	মুক্তিযুদ্ধ		
১	মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজরিত কবর, গণকবর, সমাধি স্থান চিহ্নিত করণ।		নভেম্বর ২০১৭
২	চিহ্নিত কবর, স্থান, স্থাপনা সংরক্ষণ ও স্থাপনার উন্নয়ন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত কর্মপরিকিল্পনা প্রণয়ন।		ডিসেম্বর- ২০১৭
৩	বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামালের সমাধি সৌধকে উন্নয়ন ও আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত করা।	ক) সমাধি সৌধে একটি মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক পাঠাগার স্থাপন।	ডিসেম্বর- ২০১৮
		খ)বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামালের স্মৃতিসৌধে তোরণ নির্মান।	
		গ) আখাউড়া উপজেলা প্রবেশ পথে বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল গেট নির্মাণ।	
		ঘ) বাগান স্থাপন ও সৌন্দর্যবর্ধন ।	
		ঙ) প্রক্ষালন কক্ষ স্থাপন।	
৪	কসবা উপজেলার কল্লাপাথর সমাধিস্থলের উন্নয়ন।	ক) সীমানা প্রাচীর তৈরি	জুন-২০১৯
		খ) তথ্য কেন্দ্র নির্মান	
		গ) সৌন্দর্যবর্ধন	
		ঘ) দর্শনারথিদের জন্য প্রক্ষালন কক্ষ স্থাপন।	
৫	ফারুকী পার্কের সৌন্দর্যবর্ধন	ক) বেষ্টনী নির্মান	ডিসেম্বর- ২০১৮
		খ) LED লাইটের মাধ্যমে	

		আলোকসজ্জা	
		গ) ফোয়ারা স্থাপন	
		ঘ) পাবলিক টয়লেটের ব্যবস্থা করা	
		ঙ) বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা	
		চ) ডাস্টবিন স্থাপন	
		ছ) প্রতিবন্ধি ও বয়স্কদের জন্য হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা	
		জ) পার্কের ভিতর ওয়াকওয়ে স্থাপন	
		ঝ) পার্কের ভিতর বসার ব্যবস্থা	
		ঞ) পার্কের পুকুরে পায়ে চালানো নৌকা/স্পীড বোটের ব্যবস্থা	
		ট) আনসার ও নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন	
৬	হিরণ্ময় স্মৃতিসৌধের সংস্কার আধুনিকায়ন ও সৌন্দর্য বর্ধন।		ডিসেম্বর- ২০১৮
	সংস্কৃতি		
১	জেলার শিল্পকলা একাডেমীর উন্নয়ন	ক) মঞ্চসজ্জা	জুন- ২০১৯
		খ) দর্শকদের বসার ব্যবস্থা করা	
		গ) হলরুমের আধুনিকায়ন ও সাউন্ডপ্রুফ করা	
		ঘ) পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার	
		ঘ) মানসম্মত প্রশিক্ষণ / সেমিনার	
		ঙ) উপজেলা শিল্পকলা একাডেমীগুলোর সম্প্রসারণ , আধুনিকরণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।	
২	জেলার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করা।	ক) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ	জুন- ২০১৮
		খ) বিভিন্ন শো / প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা / অনুষ্ঠানের আয়োজন করা	
		গ) একক সঙ্গীত সন্ধ্যা / রবীন্দ্র সঙ্গীত সন্ধ্যা/ নজরুল সঙ্গীত সন্ধ্যার আয়োজন করা।	
		ঘ) আবৃত্তি অনুষ্ঠান আয়োজন করা।	
৩	ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ একাডেমী স্থাপন একাডেমী স্থাপন করা ।	ক) জাদুঘর নির্মাণ	ডিসেম্বর- ২০১৯
		খ) প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করা	
		গ) প্রশিক্ষণ উপকরণ সংগ্রহ করা	
		ঘ) দক্ষ মানসম্পন্ন ,অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক নিয়োগদান	
		ঙ) হলরুম নির্মান করা।	
৪	স্থানীয় পত্রিকা , ক্যাবল টিভি ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার- প্রচারণা চালানো।		জানুয়ারি- ২০১৮
৫	ওয়েব পোর্টালে প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশ করা		ডিসেম্বর- ২০১৭
৬	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য আমন্ত্রণমূলক পরিদর্শন ব্যবস্থা করা		ফেব্রুয়ারি-২০১৮
৭	খাম, প্যাড, আমন্ত্রণপত্র ইত্যাদিতে লোগোর ব্যবহার করা।		ডিসেম্বর- ২০১৭

৮	জেলা ব্র্যান্ডিং মেলার আয়োজন (জেলা ও উপজেলার আইসিটি মেলার সাথে)	জানুয়ারি-২০১৮
৯	জেলা ব্র্যান্ডিং সংক্রান্ত হ্যান্ডবুক প্রণয়ন করা।	জানুয়ারি-২০১৮
১০	সুভ্যেনিয়ন তৈরি ও বিতরণ	জুন- ২০১৮
১১	ওস্তাদ আলাউদ্দিনের নামে সঙ্গীত কলেজ প্রতিষ্ঠা	ডিসেম্বর- ২০১৯
১২	শ্রেষ্ঠ সুর ও সঙ্গীত চর্চাকারিদের মধ্যে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ এর নামে প্রবর্তিত স্বর্ণ পদক প্রদানের ব্যবস্থা করা	ডিসেম্বর- ২০১৭
১৩	২৬ মার্চ , ১৬ ডিসেম্বর, ১লা বৈশাখ প্রভৃতি দিবসে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে সার্কাস , পুতুল নাচ , লাঠিখেলা, মোরগ লড়াই ও যাত্রাপালার আয়োজন করা।	ডিসেম্বর- ২০১৭
১৪	মাদক, জঙ্গিবাদ তথা বিভিন্ন অপসংস্কৃতি থেকে দূরে থাকতে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বছরে ২ বার উপজেলার বিভিন্ন স্কুল-কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।	ডিসেম্বর- ২০১৭
১৫	সার্কাস , পুতুল নাচ , লাঠিখেলা, মোরগ লড়াই ও যাত্রাপালা শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করা।	ডিসেম্বর-২০১৮
১৬	জেলা প্রশাসনের আয়োজনে দেশের মধ্যে তথা বর্হিবিশ্বে সার্কাস , পুতুল নাচ , লাঠিখেলা, মোরগ লড়াই ও যাত্রাপালার আয়োজন করা বা জনপ্রিয় করা।	ডিসেম্বর-২০১৯
১৭	প্রত্যেক উপজেলার প্রত্যেকটি স্কুলে শিক্ষামূলক/সচেতনতামূলক বিষয় নিয়ে পুতুল নাচ দেখানোর ব্যবস্থা করা তথা প্রতি বৃহস্পতিবার নাটক, গান, আবৃত্তি প্রভৃতির চর্চা করা।	জানুয়ারি-২০১৯
১৮	সমগ্র জেলাতে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে পুতুল নাচ, যাত্রাপালার প্রদর্শন করা।	জুন- ২০১৮
১৯	সমগ্র জেলার প্রত্যেক উপজেলার প্রত্যেকটি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজগুলোতে শুদ্ধ জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের ব্যবস্থা করা।	ডিসেম্বর-২০১৮
২০	মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি স্তম্ভের পাশে বিশেষ করে ফারুকী পার্ক, কল্লা পাথর ও মোস্তফা কামাল স্মৃতি সৌধের পাশে সার্কাস , পুতুল নাচ , লাঠিখেলা, মোরগ লড়াই দেখানোর ব্যবস্থা করা একই সাথে প্রত্যেকটি স্থানে ছানামূখী মিষ্টির মানসম্মত দোকান তৈরি এবং মিষ্টি বিক্রিরি ব্যবস্থা করা।	জুন-২০১৮
২১	মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ গুলোকে এমনভাবে তৈরি করা যাতে সেগুলো একই সাথে ইতিহাস জানার সাথে সাথে পিকনিক স্পট/বিনোদন কেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।	ডিসেম্বর-২০১৮
২২	জেলার প্রবেশপথে জেলা ব্র্যান্ডিং তোরণ নির্মাণ (জেলা পরিষদের সহযোগিতায়)	জুলাই-২০১৮